রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ৮, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৫ মার্চ ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১৫.০০.০০০০.০২৭.৩৬.০০৫.১৮.৮৪—এতদ্বারা দেশীয় চলচ্চিত্রে বিদেশী অভিনয় শিল্পী, কলা-কুশলী, সংগীতজ্ঞ, সংগীত শিল্পী ও বিজ্ঞাপনে বিদেশী শিল্পীর অংশগ্রহণ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২০ (সংশোধিত) জারি করা হলো।

(১) দেশীয় চলচ্চিত্রে সরকারের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে বিদেশী অভিনয় শিল্পী, কলা-কুশলী, সংগীতজ্ঞ, সংগীত শিল্পী ও বিজ্ঞাপনে বিদেশী শিল্পী অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।

(২) সরকারের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে বিদেশী অভিনয় শিল্পী, কলা-কুশলী, সংগীতজ্ঞ, সংগীত শিল্পী ও বিজ্ঞাপনে বিদেশী শিল্পী যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্রে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

(৩) দেশীয় বিজ্ঞাপনে সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে বিদেশী শিল্পী অংশগ্রহণ করতে পারবে। এ বিষয়ে অনুমোদনের জন্য বিজ্ঞাপন নির্মাতা কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সরাসরি এবং চলচ্চিত্র নির্মাণসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রযোজক/পরিচালক/প্রতিষ্ঠানকে তথ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন দাখিল করতে হবে। এ ধরনের বিদেশী শিল্পীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন চিত্র তৈরির ক্ষেত্রে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে প্রতি বিদেশী শিল্পীর জন্য ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা এবং নির্মিত বিজ্ঞাপন প্রচারের সময় টিভি চ্যানেল কর্তৃক এককালীন প্রতি মিনিট ব্যাপ্তির জন্য ১০ (দশ) হাজার টাকা সরকারকে প্রদান করতে হবে।

মূল্য : টাকা ৮.০০

(৪) বিনা পারিশ্রমিকে বিদেশী অভিনয় শিল্পী, কলা-কুশলী, সংগীতজ্ঞ, সংগীত শিল্পী ও বিজ্ঞাপনে বিদেশী শিল্পীদের অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ করা যাবে না। শিল্পীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে পারিশ্রমিকের পরিমাণ ও পারিশ্রমিক পরিশোধের পদ্ধতি উল্লেখ থাকতে হবে। বিদেশী অভিনয় শিল্পী, কলা-কুশলী, সংগীতজ্ঞ, সংগীত শিল্পী ও বিজ্ঞাপনে বিদেশী শিল্পীদের প্রাপ্ত সম্মানী দেশের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আয়কর ও ভ্যাটের আওতাভুক্ত হবে।

(৫) (ক) বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন-এর নিকট চিত্রনাট্য পেশ করার সময় বিদেশী অভিনেতা/অভিনেত্রী/কলা-কুশলীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের Notarized কপিসহ প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পেশ করতে হবে। দাখিলকৃত প্রস্তাব পর্যালোচনার পর অনুমোদনযোগ্য বলে প্রতীয়মান হলে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন অভিনয় শিল্পী, কলা-কুশলী, সংগীতজ্ঞ, সংগীত শিল্পীদের অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ে সুপারিশসহ প্রেরণ করবে।

(খ) বিজ্ঞাপনে বিদেশী শিল্পীদের অভিনয়ের অনুমতির জন্য বিদেশী শিল্পী/কলা-কুশলীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের Notarized কপি এবং প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক কাগজপত্রসহ মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে হবে।

(৬) অনুমোদনের জন্য সুপারিশকৃত বিদেশী অভিনয় শিল্পী, কলা-কুশলী, সংগীতজ্ঞ, সংগীত শিল্পী ও বিজ্ঞাপনে বিদেশী শিল্পীদের তথ্য মন্ত্রণালয় হতে "Work Permit" গ্রহণ করতে হবে।

(৭) সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে স্থানীয় চলচ্চিত্রে বিদেশী কণ্ঠশিল্পীর গাওয়া গান ব্যবহার করা যাবে।

(৮) বিদেশী অভিনয় শিল্পী, কলা-কুশলী, সংগীতজ্ঞ, সংগীত শিল্পী ও বিজ্ঞাপনে বিদেশী শিল্পী সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সময় পর্যন্ত দেশে অবস্থান করবেন। সরকারি অনুমোদন ব্যতীত তিনি/তারা ভিন্ন কোনো ছবির কাজে বা বেসরকারী কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। অনিবার্য কারণবশত পূর্বানুমোদিত শিল্পীর পরিবর্তন প্রয়োজন হলে বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সরাসরি এবং চলচ্চিত্রসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(৯) বিদেশী অভিনয় শিল্পী, কলা-কুশলী, সংগীতজ্ঞ, সংগীত শিল্পী ও বিজ্ঞাপনে বিদেশী শিল্পীদের এদেশে আগমন, অবস্থান ও প্রত্যাবর্তনের দৈনিক সিডিউল পূর্বাহ্নেই প্রযোজক/ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান লিখিতভাবে মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনকে অবহিত করবেন। সিডিউলের কোনো পরিবর্তন হলে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান/প্রযোজক লিখিতভাবে মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনকে অবহিত করবেন। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন তথ্য মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে অবহিত করবে এবং মন্ত্রণালয় প্রয়োজনবোধে জাতীয় নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে অবগত করবে।

(১০) কোনো শর্ত লঙ্ঘন করা হলে সরকার সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র/বিজ্ঞাপন নির্মাণের বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(১১) এ নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দেশীয় চলচ্চিত্রে বিদেশী অভিনয় শিল্পী, কলা-কুশলী, সংগীতজ্ঞ, সংগীত শিল্পী ও বিজ্ঞাপনে বিদেশী শিল্পী অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে তাদের কার্যক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পরিলক্ষিত হলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতি বাতিল করা হয়েছে মর্মে গণ্য হবে :—

নিরাপত্তা বা আইন শৃঙ্খলা :

(ক) বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের জনগণ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি রীতি-নীতি এবং পোশাক-আশাকের প্রতি যদি কোনোভাবে ঘৃণার উদ্রেক করে;

(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বা সংহতি নষ্ট হয় এমন মনোভাব ব্যক্ত করা হলে;

(গ) দেশের শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তার স্বার্থে বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক ঘোষিত যে কোনো নির্দেশ লঙ্ঘন করা হলে;

(ঘ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোনো বিদ্রোহ, নৈরাজ্য এবং হিংসাত্মক ঘটনার প্রদর্শন;

(ঙ) রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ক্ষতি করতে পারে এমন সামরিক বা অন্যান্য সরকারি গোপনীয় কিছু প্রকাশ করে দেয়া;

(চ) আইন-শৃংখলা ভঙ্গ করে এবং আইন অমান্য করার পক্ষে প্ররোচিত করে এমন কিছু প্রদর্শিত হলে;

(ছ) প্রতিরক্ষা বাহিনী, পুলিশ বা অন্য কোনো বাহিনীর সদস্য যারা দেশের শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত তাদের উপহাস করা হলে অথবা তাদের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করে এমন কিছু করা হলে। তবে এসব বাহিনীর লোকদের নিয়ে যদি কোনো চরিত্র চিত্রায়ন করা হয় যা কোনো খারাপ জিনিসের দূষণমুক্ত করার উদ্দেশ্যে নিবেদিত তা অনুমোদনযোগ্য বলে বিবেচিত হবে;

(জ) প্রতিরক্ষা বাহিনী বা পুলিশ বাহিনীর লোকদের কুৎসিত পোশাকে প্রদর্শন করা হলে; এবং

(ঝ) দুর্বল ও অসম্পূর্ণ গল্পের মাধ্যমে যদি আইন- শৃঙ্খলার অভাব, হিংসাত্মক কার্যকলাপ, অপরাধ বা গোয়েন্দা তৎপরতা প্রদর্শন করা হয় এবং যা গড়পড়তা দর্শককে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা থাকে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক :

(ক) কোনো বিদেশী রাষ্ট্র যার সাথে বাংলাদেশের কোনো বিষয়ে বিরোধ বিদ্যমান সেই রাষ্ট্রের পক্ষে কোনো প্রচারণা করা যা ঐ বিরোধের বিষয়ের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। অথবা কোনো বন্ধু দেশের বিরুদ্ধে কিছু প্রচার করা যা বাংলাদেশ ও সে দেশের সুসম্পর্ক নষ্ট করতে পারে;

(খ) রাষ্ট্রনীতি লঙ্ঘন করলে অর্থাৎ এমন কিছু দেখানো হলে যা অন্যান্য দেশের সাথে আমাদের দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট করতে পারে অথবা বহিঃবিশ্বের সংবেদনশীল মনোভাব ক্ষুণ্ন করতে পারে;

(গ) কোনো জনগোষ্ঠী বা জাতির ইতিহাসকে বিকৃত করে বা ইতিহাসকে সম্মানহানি করে এমন কিছু ঘটনা বা প্রসঙ্গে বিদ্বেষপরায়ণ মনোভাব নিয়ে প্রকাশ করা; এবং

(ঘ) স্বাধীনতার চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ঐতিহাসিক ঘটনার বিকৃত প্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশ, দেশের আদর্শ ও জাতীয় বীরপুরুষদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা।

ধর্মের সংবেদনশীলতা :

(ক) কোনো ধর্মকে উপহাস, অসম্মান বা আক্রান্ত করা।

(খ) ধর্মীয় সম্প্রদায়, বর্ণ বা বিভিন্ন ধর্মমতের মানুষের মধ্যে বিদ্বেষের সৃষ্টি করা এবং বিবাদ বাঁধানোর প্ররোচণা দেয়া।

(গ) বিতর্কিত সামাজিক বিষয়কে সমালোচনা বা সমর্থন করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা।

(ঘ) ধর্মমত প্রচারের কার্যকলাপকে উপহাস বা ব্যাখ্যা করা যা সে ধর্মের বিশ্বাসীদের অনুভূতিকে আহত করতে পারে।

নৈতিকতাহীনতা বা অশ্লীলতা :

(ক) নৈতিকতা বিবর্জিত ক্রিয়াকলাপকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা এবং গুরুত্ব কম দেয়া;

(খ) নৈতিকতা বিবর্জিত জীবনকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করা, আকর্ষণীয় ও সম্মানজনক করে দেখানো;

(গ) নষ্ট ও নৈতিকতাহীন চরিত্রকে প্রশংসা করা এবং সহানুভূতির চোখে দেখা;

(ঘ) জঘন্য পথে অর্জিত কোনো কিছুর সাফল্য সহজভাবে গ্রহণ করা এবং সমর্থন করা;

(ঙ) প্রকৃত অর্থে দৈহিক মিলন, ধর্ষণ বা গভীর ভালোবাসার দৃশ্য যা অশ্লীলতা দুষ্ট বলে মনে হবে তা প্রকাশ করা;

(চ) নোংরা ও অশ্লীল ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এমন শব্দ, উক্তি, সংলাপ, গান বা বক্তব্য তুলে ধরা; এবং

(ছ) জাতীয় প্রতিষ্ঠান, ঐতিহ্য, রীতিনীতি এবং সংস্কৃতি যে কোনো দিকের অশোভন প্রকাশ।

বর্বরতা :

(ক) জীবজন্তুর প্রতি নির্দয়তা ঢালাওভাবে প্রকাশ করা;

(খ) অতিমাত্রায় ভয়ভীতি, নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করা যা দর্শকদের মনের উপর খারাপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে;

(গ) কোনো চরম প্রকৃতির পথে কোনো কিছু সমাধান দেখানো, যদি না তা সমাজের কল্যাণের জন্য করা হয়; এবং

(ঘ) সতর্কতা অবলম্বনের লক্ষ্যে সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত শিশু-কিশোর, বৃদ্ধ বা অসুস্থ নর-নারীর স্নায়ুর ওপর ক্ষতিকারক চাপ সৃষ্টি করার মত দৃশ্যে অংশগ্রহণ করে।

অপরাধ :

(ক) অপরাধমূলক কাজকে ক্ষমা করা;

(খ) অপরাধী অপরাধ করার কৌশল ও কার্যপ্রণালী এমনভাবে "দেখানো" যা নতুন অপরাধের কৌশল সৃষ্টিতে সহায়ক হবে;

(গ) অপরাধীকে সম্মানজনক চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং দর্শকদের থেকে সহানুভূতি আদায় করা;

(ঘ) অপরাধ দমন, অপরাধীর শাস্তি অথবা তাদের বিচার করার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাকে বিদ্বেষপূর্ণভাবে উপহাস করা বা মর্যাদাহানি ঘটানো;

(ঙ) অপরাধমূলক কার্যকলাপকে লাভজনক করে দেখানো অথবা সাধারণ জীবনপ্রবাহের নিত্য-নৈমিত্তিক সহজ ব্যাপার হিসেবে প্রদর্শন;

(চ) যুব সম্প্রদায় এবং তরুণদের কাছে অপরাধকে সাধারণ জীবনের সহজ ঘটনা হিসেবে পরিচিত করানো এবং এমন করে দেখানো যেন এমন অপরাধকে পরিত্যাগ করার প্রয়োজন সমাজে নেই;

(ছ) নারী ও শিশু পাচার, নেশা, মদ, ঔষধ এর যে কোনো ধরনের চোরাকারবারের পক্ষে সমর্থন দেয়া।

নকল গান ও সুর :

অপরিহার্যতা ব্যতীত কোনো পুরানো বা নির্মাণাধীন বিদেশী অথবা বাংলাদেশী গান ও সুর থেকে যে কোনো ধরনের নকল করা।

(১২) দেশীয় চলচ্চিত্রে বিদেশী অভিনয় শিল্পী, কলা-কুশলী, সংগীতজ্ঞ, সংগীত শিল্পী ও বিজ্ঞাপনে শিল্পী সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো জটিলতা দেখা দিলে মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত প্রদান করবে এবং নীতিমালায় প্রয়োজনবোধে কোনোরূপ পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন ইত্যাদি মন্ত্রণালয় করতে পারবে।

(১৩) এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

কামরুন নাহার
সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক, (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd